প্রিন্সিপাল কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল)-I

বনাম

এন. আর. এ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নং ২৪৬৩)

০৫ই মার্চ, ২০১৯

[উদয় উমেশ ললিত ও ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতিদ্বয়]

আয়কর আইন, ১৯৬১ – ধারা ৬৮ – নগদ ঋণ – বিভিন্ন কোম্পানি থেকে শেয়ার মূলধন/প্রিমিয়ামের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ – লেনদেনের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যায়ন কর্মকর্তা (এ.ও.) উত্তরদাতা -মূল্যায়নকারীকে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন – অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূল্যায়নকারী দাখিল করেছেন যে সম্পূর্ণ শেয়ার মূলধন অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে সাধারণ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে এবং লেনদেনের পরিচয় এবং সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আয়কর রিটার্ন স্বীকৃতির মতো নথি উপস্থাপন করেছেন – এ.ও. বিনিয়োগকারী কোম্পানির প্রতিনিধিদের কাছে সমন জারি করেছেন – কোনও বিনিয়োগকারী কোম্পানির পক্ষে কেউ উপস্থিত হননি – এ.ও. বিনিয়োগকারী কোম্পানির পরিচয় এবং ঋণ-যোগ্যতা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে ক্ষেত্র অনুসন্ধান পরিচালনা করেছেন – মুম্বাই, কলকাতা এবং গুয়াহাটিতে অনুসন্ধান করা হয়েছিল যেখানে এই কোম্পানিগুলি অবস্থিত বলে জানা গেছে – পরিচালিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, এ.ও. বিচারক বলেন যে মূল্যায়নকারী লেনদেনের সত্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন - আপিলে, স্থির করা হয়েছে: মূল্যায়নকারীর আইনগত বাধ্যবাধকতা হলো লেনদেনের সত্যতা, ঋণদাতাদের পরিচয় এবং বিনিয়োগকারীদের ঋণ-যোগ্যতা প্রমাণ করা, যাদের আর্থিকভাবে আর্থিকভাবে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা থাকা উচিত, এ.ও.-এর সন্তুষ্টি অনুসারে - যদি অনুসন্ধান এবং তদন্তে ঋণদাতাদের পরিচয় সন্দেহজনক বা সন্দেহজনক বলে প্রকাশ পায়, অথবা ঋণ-যোগ্যতার অভাব থাকে, তাহলে লেনদেনের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না - এই ক্ষেত্রে, আইনের ধারা ৬৮ অনুসারে বিবেচিত প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা হয় না - তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, এ.ও. -এর দ্বারা পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে যে কিছু বিনিয়োগকারী কোম্পানির অস্তিত্ব ছিল না এবং মূল্যায়নকারীর দ্বারা উল্লেখিত ঠিকানায় তাদের কোনও অফিস ছিল না - কলকাতার কোম্পানিগুলি এ.ও. -এর সামনে উপস্থিত হয়নি, এবং তারা যে তহবিল থেকে কথিত বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার উৎস প্রমাণ করার জন্য তাদের ব্যাংক বিবৃতিও উপস্থাপন করেনি -

এছাড়াও, বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলি কেন মূল্যায়নকারী কোম্পানির শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, কারণ তারা প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ছিল ১০ টাকা প্রতি শেয়ার, যদিও - তদুপরি, তথাকথিত কোনও বিনিয়োগকারী কোম্পানি উচ্চ শেয়ার প্রিমিয়াম বিনিয়োগ করা তহবিলের উৎস প্রতিষ্ঠা করেনি - মূল্যায়নকারী ধারা ৬৮ এর অধীনে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে - অতএব, মূল্যায়নকারীর আয়ের সাথে পরিমাণগুলি আবার যোগ করার ক্ষেত্রে এ.ও. যুক্তিসঙ্গত ছিল।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করা হয়েছে: ১)২০১২ সালের অর্থ আইনের পূর্বে, আয়কর আইনের ৬৮ ধারায় "বইগুলিতে জমা থাকা যেকোনো পরিমাণ" শব্দের ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে ধারাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে শেয়ার মূলধন বা শেয়ার প্রিমিয়াম প্রবর্তনের মাধ্যমে করা বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত আইন অনুসারে, আইনের ৬৮ ধারার অধীনে লেনদেনের যথার্থতা এবং বিনিয়োগকারীদের ঋণ-যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক দায়িত্ব মূল্যায়নকারীর উপর। মূল্যায়নকারীর কাছ থেকে আশা করা হয় যে তিনি মূল্যায়ন কর্মকর্তার সন্তুষ্টির জন্য, ঋণদাতাদের পরিচয়ের প্রমাণ; ঋণদাতাদের অর্থ অগ্রিম দেওয়ার ক্ষমতা; এবং লেনদেনের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করবেন। লেনদেনের যথার্থতার বিষয়ে, মূল্যায়নকারীর দায়িত্ব হল যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করা যে শেয়ার মূলধনে করা বিনিয়োগগুলি প্রকৃত ঋণ, কারণ তথ্যগুলি কেবলমাত্র মূল্যায়নকারীর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৮.১,৮.২ এবং ৮.৩] [১৭৬-সি-ই; ১৭৭-এ]

কালে খান মোহাম্মদ হানিফ বনাম সিআইটি (১৯৬৩) ৫০ আইটিআর ১ (এসসি); রোশন দি হাট্টি বনাম সিআইটি (১৯৭৭) ১০৭ আইটিআর (এসসি) নিশ্চিত করেছে।

সি. আই. টি বনাম প্রিসিশন ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৯৪) ২০৮ টি. টি. আর ৪৬৫ (ক্যাল); সি. আই. টি বনাম. ওসিস হসপিটালিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড ৩৩৩ আই.টি.আর ১১৯ (দিলি) (২০১১); শঙ্কর ঘোষ বনাম আই. টি. ও (১৯৮৫) ২৩ টি. টি. জে. (ক্যাল); সি. আই. টি বনাম কামধেনু স্টিল অ্যান্ড অ্যালয়েস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (২০১২) ২০৬ ট্যাক্সম্যান ২৫৪ (দিল্লি)-অনুমোদিত।

২)তাৎক্ষণিক মামলায়, মূল্যায়ন কর্মকর্তা একটি স্বাধীন এবং বিস্তারিত তদন্ত করেছেন, যার মধ্যে মুম্বাই, কলকাতা এবং গুয়াহাটির তথাকথিত বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির জরিপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে

পক্ষগুলির ঋণ-যোগ্যতা, বিনিয়োগকৃত তহবিলের উৎস এবং লেনদেনের সত্যতা যাচাই করা যায়। মাঠের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে শেয়ারহোল্ডারদের অস্তিত্ব ছিল না, বা ঋণ-যোগ্যতার অভাব ছিল। এ. ও. বিস্তারিত তদন্ত চালিয়েছিল যা প্রকাশ করেছিল যে শেয়ার আবেদনের অর্থ স্বাধীন আইনি সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল তা প্রমাণ করার মতো কোনও উপাদান নেই। সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছিল যে কিছু বিনিয়োগকারী সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না, এবং মূল্যায়নকারীর উল্লিখিত ঠিকানায় তাদের কোনও অফিস ছিল না। কলকাতার সংস্থাগুলি এ. ও-এর সামনে উপস্থিত হয়নি, এবং যে তহবিল থেকে অভিযুক্ত বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার উৎস প্রমাণ করার জন্য তারা তাদের ব্যাঙ্ক বিবৃতিও পেশ করেনি।প্রদত্ত ঠিকানায় গুয়াহাটিতে দুটি সংস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। লেনদেনের সত্যতা সম্পূর্ণ সন্দেহজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলি 'নগণ্য করযোগ্য আয়ের জন্য রিটার্ন দাখিল করেছিল, যা প্রমাণ করবে যে বিনিয়োগকারীদের ২০০৯-১০ সালে এত উচ্চ প্রিমিয়ামে শেয়ার কেনার জন্য ৯০,০০,০০০ থেকে ৯৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে তহবিল বিনিয়োগ করার আর্থিক ক্ষমতা ছিল না। বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলি কেন ১৯০ টাকা প্রতি শেয়ারের উচ্চ প্রিমিয়ামে মূল্যায়নকারী কোম্পানির শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল, তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, যদিও শেয়ারের অভিহিত মূল্য ছিল ১০ টাকা প্রতি শেয়ার। তদুপরি, তথাকথিত বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলির কোনওটিই তহবিলের উৎস স্থাপন করেনি যেখান থেকে উচ্চ শেয়ার প্রিমিয়াম বিনিয়োগ করা হয়েছিল। একজন বিনিয়োগকারীর আয়কর ফাইল নম্বরের কেবলমাত্র উল্লেখ আইনের ৬৮ ধারার অধীনে দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। পুরো লেনদেনটি ভুয়া বলে মনে হয়েছিল এবং বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ছিল। শেয়ার-মূলধন/প্রিমিয়ামের আড়ালে হিসাববিহীন অর্থ রূপান্তরের প্রথাটি অবশ্যই সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করা উচিত। এটি বিশেষ করে শেয়ারের ব্যক্তিগত স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে মূল্যায়নকারীর উপর উচ্চতর দায়িত্ব অর্পণ করা প্রয়োজন কারণ মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে তথ্য থাকে।[অনুচ্ছেদ ৯,১২ এবং ১৪] [১৭৮-এ, বি; ১৮০-এফ-এইচ, ১৮১-এ-ডি, এফ-১৮২-সি-ই]

সুমতি দয়াল বনাম .সি.আই.টি. [১৯৯৫] ২১৪ আই.টি.আর. ৮০১ (এস.সি.); সি.আই.টি.বনাম পি মোহনকলা ২৯১ আই.টি.আর. ২৭৮; পি.আর.সি.আই.টি.-৬, নতুন দিল্লি বনাম এনডিআর প্রোমোটার্স প্রাইভেট লিমিটেড, লিমিটেড. ৪১০ আই.টি.আর. ৩৭৯; রোশন দি হাট্টি বনাম সি. আই. টি (১৯৯২) ২ এস. সি. সি ৩৭৮; নেমি চাঁদ কোঠারি বনাম সি. আই. টি

[২০০৩] ২৬৪ আইটিআর ২৫৪ (গা.); সিআইটি বনাম ডিভাইন লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং লিমিটেড (২০০৭) ১৫৮ ট্যাক্সম্যান ৪৪০; সিআইটি বনাম ভ্যালু ক্যাপিটাল সার্ভিস (পি) লিমিটেড (২০০৮) ৩০৭ আই.টি.আর. ৩৩৪-এর উপর নির্ভরশীল।

সিআইটি বনাম লাভলি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৮) ২৯৯ আইটিআর ২৬৮ (দিল্লি)-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

(২০০৮) ২৯৯ আই. টি. আর. ২৬৮ (দিল্লি)	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
(১৯৯৪) ২০৮ আই. টি. আর. ৪৬৫ (ক্যাল)	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ৮.২
(১৯৬৩) ৫০ আই. টি. আর. ১ (এস. সি)	নিশ্চিত করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮.২
(১৯৭৭) ১০৭ আই. টি. আর (এস. সি)	নিশ্চিত করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮.২
৩৩৩ আইটিআর ১১৯ (দিল্লি) (২০১১)	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ৮.৩
(১৯৮৫) ২৩ টি. টি. জে (ক্যাল)	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ৮.৩
(২০১২) ২০৬ টাক্সমান ২৫৪ (দিল্লি)	অনুমোদিত	অনুচ্ছেদ ৮.৪
[১৯৯৫] ২১৪ আই. টি. আর. ৮০১ (এস. সি)	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০ (i)
২৯১ আইটিআর ২৭৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০ (i)
৪১০ আইটিআর ৩৭৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০ (iii)
(১৯৯২) ২ এসসিসি ৩৭৮	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০ (iv)
[২০০৩] ২৬৪ আইটিআর ২৫৪ (গাউ.)	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১০ (v)
(২০০৭) ১৫৮ ট্যাক্সম্যান	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ (vii)

৪৪০		
(২০০৮) ৩০৭ আইটিআর ৩৩৪	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ (vii)

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২৪৬৩।

২০১৮ সালের আইটিএ নং ২৪৪-এ দিল্লির নয়াদিল্লি হাইকোর্টের ২৬.০২.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভুত।

এ.এন.এস. নাডকর্ণী, এ. এস. জি., শ্রীমতী প্রবীণ গৌতম, রুপেশ কুমার, শ্রীমতী অনিল কাটিয়ার, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ইন্দু মালহোত্র, বিচারপতি অনুমতি মঞ্জুর করেছেন।

১)২০১৮ সালের ২৪৪ নম্বর আয়কর আপিল মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের অ্যাডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত ২৬.০২.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে বর্তমান আপিলটি উত্থাপিত হয়েছে। তিনি বর্তমান আপিলের মাধ্যমে হাইকোর্টের রায়কে বিরোধিতা করেছেন।

২)যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় তা হল, যে ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারী কোম্পানির অ্যাকাউন্ট বইয়ে শেয়ার মূলধন/প্রিমিয়াম জমা হয়, সেই ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারী আধিকারিকের সন্তুষ্টির জন্য বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির পরিচয়, বিনিয়োগকারীদের ক্রেডিট-যোগ্যতা এবং লেনদেনের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণের দায়িত্ব নির্ধারণকারীর উপর থাকে।

৩)মামলার তথ্য, সংক্ষেপে বলা হয়েছেঃ

তাৎক্ষণিক মামলাটি ২০০৯-১০ সালের মূল্যায়ন বছরের সাথে সম্পর্কিত, যার জন্য উত্তরদাতা কোম্পানি - মূল্যায়নকারী ২৯.৯.২০০৯ তারিখে মূল আয়ের রিটার্ন দাখিল করেছিলেন যেখানে মোট আয় ৭,০১,৮৭০ টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৩.০৪.২০১২-এ নথিভুক্ত কারণগুলির জন্য মূল্যায়ন পুনরায় খোলার জন্য আইনের ১৪৮ নং ধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

৩.২)মূল্যায়নকারী ২৩.০৪.২০১২ তারিখে ১৪৮ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে আবেদনপত্র এবং ৩০.০৪.২০১২ তারিখে আপত্তি দাখিল করেন। ১৩.০৮.২০১২ তারিখে আপত্তিগুলি খারিজ করা হয়। ১৩.০১.২০১৪ তারিখে একটি কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। মূল্যায়নকারী ২২.০১.২০১৪ তারিখে বিস্তারিত লিখিত আবেদনপত্র দাখিল করেন।

৩.৩)মূল্যায়নকারী কোম্পানি তাদের রিটার্নে দেখিয়েছে যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মুম্বাই, কলকাতা এবং গুয়াহাটিতে অবস্থিত নিম্নলিখিত কোম্পানিগুলি থেকে শেয়ার মূলধন/প্রিমিয়ামের মাধ্যমে মোট ১৭,৬০,০০,০০০/- টাকা গৃহীত হয়েছে:

ক্রমিক নং	শেয়ারহোল্ডারের নাম	পরিমাণ
	(ক) মুম্বাই ভিত্তিক কোম্পানিগুলি	
১	ক্লিফটন সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
২	লেক্সাস ইনফোটেক লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
৩	নিক্কো সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
৪	রিয়েল গোল্ড ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড	৯০,০০,০০০
৫	হেমা ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
৬	ইটার্নিটি মাল্টি-ট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড	৯০,০০,০০০
	(খ) কলকাতা ভিত্তিক কোম্পানিগুলি	
১	নেহা ক্যাসেটস প্রাইভেট লিমিটেড	৯০,০০,০০০
২	ওয়ার্নার মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
৩	গোপিকার সাপ্লাই প্রাইভেট লিমিটেড	৯০,০০,০০০
৪	গঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেড	৯০,০০,০০০
৫	গ্রোমোর ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
৬	বায়ানওয়ালা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
৭	সুপার ফিনান্স লিমিটেড	৯০,০০,০০০
৮	শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্ট লিমিটেড	৯৫,০০,০০০

ক্রমিক নং	শেয়ারহোল্ডারের নাম	পরিমাণ
৯	নটরাজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
১০	নীলকন্ঠ কমোডিটিস প্রাইভেট লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
১১	প্রমিনেন্ট ভায়াপার প্রাইভেট লিমিটেড	৯৫,০০,০০০
	(গ) গুয়াহাটি ভিত্তিক কোম্পানিগুলি	
১	ইস্পাত শীটস লিমিটেড	৯০,০০,০০০
২	নোভেলটি ট্রেডার্স লিমিটেড	৯০,০০,০০০
	মোট পরিমাণ	১৭,৬০,০০,০০০

এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে শেয়ারগুলির মুখ মূল্য ছিল শেয়ার প্রতি ১০ টাকা, বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি শেয়ার প্রতি ১৯০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করেছিল।

৩.৪)মূল্যায়ন আধিকারিকের সামনে (এরপরে "এও" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রশ্নটি ছিল শেয়ার মূলধন/প্রিমিয়ামের মাধ্যমে উত্তরদাতার দ্বারা উত্থাপিত ১৭,৬০,০০,০০০/- টাকার পরিমাণ প্রকৃত লেনদেন ছিল কি না।

৩.৫) উত্তরদাতা সংস্থা-মূল্যায়নকারীকে প্রাপ্ত পরিমাণের বিশদ সরবরাহ করতে এবং "বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির পরিচয়, ঋণদাতাদের ঋণ-যোগ্যতা এবং লেনদেনের সত্যতা" প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণ সরবরাহ করতে বলা হয়েছিল।

বিভিন্ন আইনি সত্তা থেকে শেয়ার মূলধন/প্রিমিয়াম হিসেবে প্রাপ্ত ১৭,৬০,০০,০০০ টাকার পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য এ.ও. মূল্যায়নকারীকে একটি বিস্তারিত প্রশ্নপত্র জারি করেছেন।

এ.ও. মূল্যায়নকারীর এ.আর.কে কার্যধারায় উপস্থিত থাকার এবং উত্থাপিত প্রশ্নের উপর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দাখিল করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ দিয়েছিলেন।

৩. ৬)অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূল্যায়নকারী বলেন যে, সম্পূর্ণ শেয়ার মূলধন সাধারণ ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রাপকের চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে প্রাপক গ্রহণ করেছেন এবং লেনদেনের পরিচয় ও সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আয়কর রিটার্ন স্বীকৃতির মতো নথি উপস্থাপন করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে, আইনের ৬৮ ধারার আশ্রয় নেওয়ার কোনও কারণ নেই এবং মূল্যায়নকারী সংস্থার উপর দায় সম্পূর্ণরূপে নির্বাহ করা হয়েছে।

৩.৭)এ.ও বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সমন জারি করেছিল। সমন জারি করা সত্ত্বেও, বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির পক্ষে কেউ উপস্থিত হয়নি। বিভাগটি কেবল ডাকের মাধ্যমে জমা দিয়েছিল, যা বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল।

৩.৮)বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলির পরিচয় এবং ঋণ-যোগ্যতার বিষয়ে এবং লেনদেনের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য, এ.ও স্বাধীনভাবে মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান পরিচালনা করেছিলেন। মুম্বাই, কলকাতা এবং গুয়াহাটিতে যেখানে এই কোম্পানিগুলি অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেখানে অনুসন্ধান করা হয়েছিল।

তদন্তের ফলাফল এ.ও. তার আদেশে নিম্নরূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন:

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকারী কোম্পানির নাম	এও-এর অনুসন্ধান	বিনিয়োগ করা পরিমাণ ও আয়কর রিটার্ন দাখিল
১	ক্লিফটন সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড - মুম্বাই	২৯.১১.২০১১ তারিখে প্রদত্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।	৯৫,০০,০০০
২	লেক্সাস ইনফোটেক লিমিটেড - মুম্বাই	১৯.১১.২০১১ তারিখে প্রদত্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।	৯৫,০০,০০০
৩	নিক্কো সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড - মুম্বাই	২৯.১১.২০১১ তারিখে প্রদত্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।	৯৫,০০,০০০
৪	রিয়েল গোল্ড ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড - মুম্বাই	ঠিকানা ভুল। সঠিক ঠিকানা হল ২য় তলা, বিগ থ্রি বিল্ডিং যেখানে হেমা ট্রেডিং কোম্পানি নামে অফিস বন্ধ পাওয়া গেছে।	৯০,০০,০০০
৫	হেমা ট্রেডিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড - মুম্বাই	প্রদত্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা যায়নি কারণ উত্তরদাতা-মূল্যায়নকারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। প্রাঙ্গণটি অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন।	৯৫,০০,০০০
৬	ইটার্নিটি মাল্টি-ট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড - মুম্বাই	প্রদত্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা যায়নি কারণ উত্তরদাতা-মূল্যায়নকারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। প্রাঙ্গণটি অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন।	৯০,০০,০০০
৭	নেহা ক্যাসেটস প্রাইভেট লিমিটেড - কলকাতা	১৫.১২.২০১১ তারিখে ডাকের মাধ্যমে একটি জমা দেওয়া হয়েছিল যেখানে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪৫,০০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম (৪৫,০০০/- - চেক নং ০৩৯৩০২ ডিটি. ২১.১০.২০০৮ এবং ৪৫,০০০/- - চেক নং ০৩৯৩১ ডিটি. ২১.১০.২০০৮, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে অঙ্কিত) দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। কোম্পানিটির এ.ওয়াই. ২০০৯-১০-এর রিটার্নে মোট আয় ছিল ৯,৭৪৪/- টাকা।	২১.১০.২০০৮ তারিখে ৯০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ৯,৭৪৪ টাকা।

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকারী কোম্পানির নাম	এও-এর অনুসন্ধান	বিনিয়োগ করা পরিমাণ ও আয়কর রিটার্ন দাখিল
৮	ওয়ার্নার মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড - কলকাতা	১৫.১২.২০১১ তারিখে ডাকের মাধ্যমে একটি জমা দেওয়া হয়েছিল যেখানে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪৭,৫০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ০০০০৮৪ ডিটি. ২১.১০.২০০৮ এবং ৪৫,০০,০০০/- - চেক নং ০০০০৮৩ ডিটি. ২১.১০.২০০৮, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কে অঙ্কিত) দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। কোম্পানিটির এ.ওয়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য কোনো আয় দেখানো হয়নি।	২১.১০.২০০৮ তারিখে ৯৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় শূন্য।
৯	গোপিকার সাপ্লাই প্রাইভেট লিমিটেড - কলকাতা	১৫.১২.২০১১ তারিখে ডাকের মাধ্যমে একটি জমা দেওয়া হয়েছিল যেখানে এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪৫,০০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ০০০০৪০ ডিটি. ২১.১০.২০০৮ এবং ৪০,০০,০০০/- - চেক নং ০০০০৩৯ ডিটি. ২১.১০.২০০৮, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কে অঙ্কিত) দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। কোম্পানিটির এ.ওয়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ২৮,৩৮৭/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	২১.১০.২০০৮ তারিখে ৯০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ২৮,৩৮৭ টাকা।
১০	গঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেড - কলকাতা	এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। তবে, তারা কত প্রিমিয়ামে শেয়ার কিনেছিল তা উল্লেখ করেনি। কোম্পানিটি শেয়ার আবেদন অর্থের উৎস দেখানোর জন্য তাদের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জমা দেয়নি (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ০০০০০১ ডিটি. ২৪.১০.২০০৮ এবং ৪০,০০,০০০/- - চেক নং ০০০০২ ডিটি. ২৪.১০.২০০৮, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কে অঙ্কিত)। কোম্পানিটির এ.ওয়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ৫,৮৫০/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	২১.১০.২০০৮ তারিখে ৯০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ৫,৮৫০ টাকা।

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকারী কোম্পানির নাম	এও-এর অনুসন্ধান	বিনিয়োগ করা পরিমাণ ও আয়কর রিটার্ন দাখিল
১১	গ্রোমোর ফান্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড - কলকাতা	এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪৭,৫০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। কোম্পানিটির এ.ও়য়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ১৪,১৩০/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	২৪.১০.২০০৮ তারিখে ৯৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ১৪,১৩০ টাকা।
১২	বায়ানওয়ালা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড - কলকাতা	এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪৭,৫০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ০০০২০ ডিটি. ০৬.১১.২০০৮ এবং ৪৫,০০,০০০/- - চেক নং ০০০২১ ডিটি. ০৬.১১.২০০৮, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কে অঙ্কিত) দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। কোম্পানিটির এ.ও়য়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ১০,৬২৬/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	০৬.১১.২০০৮ তারিখে ৯৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ১০,৬২৬ টাকা।
১৩	সুপার ফিনান্স লিমিটেড - কলকাতা	এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। তবে, তারা কতগুলি শেয়ার কিনেছিল এবং কত প্রিমিয়ামে কিনেছিল তা উল্লেখ করেনি। কোম্পানিটি শেয়ার আবেদন অর্থের উৎস দেখানোর জন্য তাদের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট জমা দেয়নি (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ০৬৯১২৩ ডিটি. ১৭.১১.২০০৮ এবং ৪০,০০,০০০/- - চেক নং ০৬৯১২৪ ডিটি. ১৭.১১.২০০৮, ডয়েচে ব্যাঙ্কে অঙ্কিত)। কোম্পানিটির এ.ও়য়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ১০,৭৩০/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	১৭.১১.২০০৮ তারিখে ৯০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ১০,৭৩০ টাকা।
১৪	শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্ট লিমিটেড - কলকাতা	এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪৭,৫০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ১২১৮২৪ ডিটি. ১৮.১১.২০০৮ এবং ৪৫,০০,০০০/- - চেক নং ১২১৮২৫ ডিটি. ১৮.১১.২০০৮, ডয়েচে ব্যাঙ্কে অঙ্কিত) দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। কোম্পানিটির এ.ও়য়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ১০,৪৮০/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	১৮.১১.২০০৮ তারিখে ৯৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ১০,৪৮০ টাকা।

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকারী কোম্পানির নাম	এও-এর অনুসন্ধান	বিনিয়োগ করা পরিমাণ ও আয়কর রিটার্ন দাখিল
১৫	নটরাজ বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড - কলকাতা	এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪১,৫০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ০০০০৯৮ ডিটি. ১৯.১১.২০০৮ এবং ৪৫,০০,০০০/- - চেক নং ০০০০৯৯ ডিটি. ১৯.১১.২০০৮, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কে অঙ্কিত) দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। কোম্পানিটির এ.ওয়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ৪২,০৮৩/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	১৯.১১.২০০৮ তারিখে ৯৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ৪২,০৮৩ টাকা।
১৬	নীলকন্ঠ কমোডিটিস প্রাইভেট লিমিটেড - কলকাতা	এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪৭,৫০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ২০৯৬৮১ ডিটি. ০৫.১২.২০০৮ এবং ৪৫,০০,০০০/- - চেক নং ২০৯৬৭৭ ডিটি. ০৫.১২.২০০৮, সেঞ্চুরিয়ন ব্যাঙ্ক অফ পাঞ্জাবে অঙ্কিত) দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। ০৫.১২.২০০৮ তারিখে ২টি চেকের মাধ্যমে ৯৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। কোম্পানিটির এ.ওয়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ৯,৪৭০/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	৯৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। রিটার্ন করা আয় ৯,৪৭০ টাকা।
১৭	প্রমিনেন্ট ভায়াপার প্রাইভেট লিমিটেড - কলকাতা	এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানিটি এনআরএ আয়রন এবং স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের ১০/- টাকার ৪৭,৫০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল। প্রতিটি শেয়ারের প্রিমিয়াম ১৯০/- টাকা। কোম্পানি এত উচ্চ প্রিমিয়াম (৫০,০০,০০০/- - চেক নং ২০৫১৮৫ ডিটি. ০৫.১২.২০০৮ এবং ৪৫,০০,০০০/- - চেক নং ২০৫১৮৯ ডিটি. ০৫.১২.২০০৮, এইচডিএফসি (সেঞ্চুরিয়ন ব্যাঙ্ক অফ পাঞ্জাব) এ অঙ্কিত) দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দেয়নি। কোম্পানিটির এ.ওয়াই. ২০০৯-১০-এর জন্য ১০,৩০৭/- টাকা আয় দেখানো হয়েছে।	০৫.১২.২০০৮ তারিখে ৯৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২টি চেকের মাধ্যমে। রিটার্ন করা আয় ১০,৩০৭ টাকা।

এ.ও নথিভুক্ত করেছেন যে মুম্বাইয়ের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে মুম্বাইয়ের চারটি কোম্পানির মধ্যে দুটি কোম্পানির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি যেখানে প্রদত্ত ঠিকানায় কোনও কোম্পানি ছিল না।

কলকাতা সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, প্রতিক্রিয়া কেবল ডাকের মাধ্যমে এসেছিল। তবে, কেউ উপস্থিত হয়নি, বা যে তহবিল থেকে অভিযুক্ত বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার উৎস প্রমাণ করার জন্য তারা তাদের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টও পেশ করেনি।

গুয়াহাটি কোম্পানি-ইস্পাত শিট লিমিটেড এবং নভেল্টি ট্রেডার্স লিমিটেড সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, প্রদত্ত ঠিকানায় তাদের অস্তিত্ব ছিল না।

৩.৯)পরিচালিত বিস্তারিত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, এ. ও. বলেন যে, মূল্যায়নকারী বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির পরিচয় এবং লেনদেনের সত্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এ.ও. খুঁজে পেয়েছে যেঃ

i)যে বিনিয়োগকারী-সংস্থাগুলি উত্তরদাতা কোম্পানিতে শেয়ার মূলধন হিসাবে ৯০,০০,০০০ এবং ৯৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে বিনিয়োগ করেছিল-মুলায়নকারী বছর ২০০৯-১০-এর সময় মূল্যায়নকারী , প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১৯০ টাকার এত উচ্চ প্রিমিয়ামে বিনিয়োগ করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারেনি, যখন শেয়ারের মুখ মূল্য ছিল মাত্র ১০ টাকা;

ii)কিছু বিনিয়োগকারী সংস্থার অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি;

iii)শেয়ারগুলিতে এত বিশাল বিনিয়োগ করার জন্য তহবিলের উৎস প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় কোনও সংস্থা ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট তৈরি করেনি, যদিও তারা তাদের রিটার্নে খুব সামান্য আয় ঘোষণা করছিল;

iv)বিনিয়োগকারী-সংস্থাগুলির কোনওটিই এ. ও-এর সামনে উপস্থিত হয়নি, তবে কেবল ডাকের মাধ্যমে একটি লিখিত প্রতিক্রিয়া পাঠিয়েছে।

এ. ও. স্থির করেছে যে, মূল্যায়নকারী তথাকথিত বিনিয়োগকারী-সংস্থাগুলির ক্রেডিট যোগ্যতা বা লেনদেনের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

ফলস্বরূপ, প্রশ্নযুক্ত মূল্যায়ন বছরের জন্য মূল্যায়নকারীর মোট আয়ের সাথে ১৭,৬০,০০,০০০/- টাকা যোগ করা হয়েছিল।

৪)উত্তরদাতা কোম্পানি-মূল্যায়নকারী নতুন দিল্লির আয়কর কমিশনার (আপিল)-১-এর কাছে একটি আপিল দায়ের করে। রিলায়েন্সকে দিল্লি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিআইটি বনাম লাভলি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড[১]-এ রাখা হয়েছিল। যেখানে স্থির করা হয়েছে যেঃ

"একটি কোম্পানির ক্ষেত্রে ধারা ৬৮ এর অধীনে আইনের প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ। করদাতাকে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করতে হবে (১) পাওনাদার/গ্রাহকের পরিচয়; (২) লেনদেনের সত্যতা, অর্থাৎ, এটি ব্যাংকিং বা অন্যান্য অবিসংবাদিত চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা;

১) (২০০৮) ২৯৯ আইটিআর ২৬৮ (দিল্লি)

(৩) ঋণদাতা/গ্রাহকের ঋণযোগ্যতা বা আর্থিক শক্তি; (৪) শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টারের অনুলিপি, শেয়ার আবেদনপত্র, শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার ইত্যাদির সাথে ঋণদাতা/গ্রাহকের প্যান ইনডেটিটির ঠিকানার প্রাসঙ্গিক বিবরণ থাকলে, এটি মূল্যায়নকারীর দ্বারা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা গঠন করবে; (৫) বিভাগটি কেবলমাত্র ঋণদাতা/গ্রাহক তার বিজ্ঞপ্তির জবাব দিতে ব্যর্থ বা অবহেলা করার কারণে প্রতিকূল অনুমান করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে না; মূল্যায়ন কর্মকর্তা ঋণদাতা/গ্রাহকের লেনদেনের সত্যতা এবং প্রত্যাখ্যানের সত্যতা তদন্ত করতে বাধ্য। "রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা এসএলপি খারিজ করা হয়েছিল।"

আয়কর কমিশনার (আপিল)-I, নয়াদিল্লি ১১.০৪.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এও দ্বারা করা সংযোজনটি এই ভিত্তিতে মুছে ফেলে যে উত্তরদাতা বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে নিশ্চিতকরণ, তাদের আয়কর রিটার্ন, প্যান নম্বরের সাথে স্বীকৃতি, তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অনুলিপিগুলি দেখানোর জন্য যে পুরো পরিমাণটি সাধারণ ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে, এবং তাই শেয়ারহোল্ডারদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের ৬৮ ধারার অধীনে প্রাথমিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন।

৫)রাজস্ব আয়কর আপিল ট্রাইব্যুনালে একটি আপিল দায়ের করে (এরপরে "আইটিএটি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। আইটিএটি আবেদনটি খারিজ করে দেয় এবং সিআইটি (এ)-এর আদেশটি এই ভিত্তিতে নিশ্চিত করে যে মূল্যায়নকারী বিনিয়োগকারীদের পরিচয় এবং ক্রেডিট-যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, বিশেষত যখন বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি তাদের রিটার্ন দাখিল করেছিল এবং সেইগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

৬)রাজস্ব ট্রাইব্যুনালের আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টের সামনে আইনের আই.টি.এ. নং. ২৪৪/২০১৮ ধারা ২৬০ক সহ একটি আপিল দায়ের করে। উত্তরদাতা সংস্থা-মূল্যায়নকারী হাইকোর্টের সামনে উপস্থিত হননি। অতএব, বিষয়টি একতরফাভাবে এগিয়ে যায়। হাইকোর্ট রাজস্ব দ্বারা দায়ের করা আপিলটি বাতিল করে দেয় অভিযুক্ত আদেশের মাধ্যমে ২৬.০২.২০১৮, এবং ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে এই ভিত্তিতে নিশ্চিত করে যে তার সামনে উত্থাপিত বিষয়গুলি তথ্যের ভিত্তিতে অনুরোধ করা হয়েছিল, এবং নিম্ন আপিল কর্তৃপক্ষ প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য পর্যাপ্ত যত্ন নিয়েছিল। তাই তাদের বিবেচনার জন্য আইনের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

৭)হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে, রাজস্ব বিভাগ এই আদালতে বর্তমান এস.এল.পি. (সি) নং ২৯৮৫৫/২০১৮ দাখিল করে। এই আদালত ১২.১১.২০১৮ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করে যা ছয় সপ্তাহের মধ্যে ফেরতযোগ্য। বিবাদী কোম্পানি - মূল্যায়নকারীর উপর জরিমানা কার্যকর হওয়ার পর, বিষয়টি ০২.০১.২০১৯ তারিখে তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে, বিবাদী কোম্পানি - মূল্যায়নকারীর পক্ষে কেউ উপস্থিত হননি। ফলস্বরূপ, বিষয়টি দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয় এবং ১৮.০১.২০১৯ তারিখে পোস্ট করা হয়, যখন আদেশ দেওয়া হয় যে যদি বিবাদী কোম্পানি - মূল্যায়নকারী হাজির না হন, তাহলে বিষয়টি একতরফাভাবে নিষ্পত্তি করা হবে।

এরপর বিষয়টি আবার ২৩.০১.২০১৯-এ তালিকাভুক্ত করা হয়, যখন নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়ঃ

"এই বিষয়ে ১২.১১.২০১৮-এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, ২২.১২.২০১৮ তারিখের অফিস প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে একমাত্র উত্তরদাতাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেউই উপস্থিত হননি।

তারিখের ০২.০১.২০১৯ আদেশ দ্বারা, উত্তরদাতাকে শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং এটি নির্দেশ করা হয়েছিল যে যদি উত্তরদাতা উপস্থিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে বিষয়টি একতরফাভাবে নিষ্পত্তি করা হবে। তারপরেও কেউ উপস্থিত হননি।

বিষয়টির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, আমরা উত্তরদাতাকে উপস্থিত হওয়ার এবং বিষয়টির গুণাগুণ সম্পর্কে জমা দেওয়ার জন্য আরও একটি সুযোগ দিই। যদি উত্তরদাতা এখনও উপস্থিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে বিষয়টি অবশ্যই একপক্ষীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উত্তরদাতা সংস্থা-মূল্যায়নকারী অবশ্য পরবর্তী তারিখগুলিতে অর্থাৎ ৩১.০১.২০১৯ এবং ০৫.০২.২০১৯-এ প্রতিনিধিত্বহীন ছিলেন। অবশেষে ০৫.০২.২০১৯-এ শুনানি হয়েছিল, যখন রায় সংরক্ষিত ছিল।

৮)আমরা রাজস্বের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর কথা শুনেছি এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি পরীক্ষা করেছি।

৮.১)যে বিষয়টি নির্ধারণের জন্য উত্থাপিত হয় তা হল উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর অধীনে লেনদেনের সত্যতা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক দায়িত্ব উত্তরদাতা / মূল্যায়নকারী পালন করেছিলেন কিনা।

আই. টি. আইনের ৬৮ ধারা (অর্থ আইন, ২০১২-এর আগে) নিম্নরূপ ছিলঃ

৬৮)নগদ ক্রেডিট-যেখানে কোনও পূর্ববর্তী বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা কোনও মূল্যায়নকারীর বইয়ে কোনও পরিমাণ জমা পাওয়া যায় এবং মূল্যায়নকারী তার প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা দেয় না বা তার দেওয়া ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়, মূল্যায়ন কর্মকর্তার মতে, এইভাবে জমা হওয়া পরিমাণটি পূর্ববর্তী বছরের মূল্যায়নকারীর আয় হিসাবে আয়কর হিসাবে ধার্য করা যেতে পারে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

আইনের ৬৮ নং ধারায় "বইয়ে জমা হওয়া যে কোনও অর্থ" শব্দের ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে এই ধারাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে শেয়ার মূলধন বা শেয়ার প্রিমিয়াম প্রবর্তনের মাধ্যমে করা বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৮.২) আইন অনুযায়ী, আইনের ৬৮ ধারার অধীনে লেনদেনের সত্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতার যোগ্যতা দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব মূল্যায়নকারীর উপর রয়েছে।

মূল্যায়নকারী মূল্যায়ন কর্মকর্তার সন্তুষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে আশা করা হয়ঃ[২]

* ঋণদাতাদের পরিচয়ের প্রমাণ;

* ঋণদাতাদের অর্থ অগ্রিম দেওয়ার ক্ষমতা; এবং

* লেনদেনের সত্যতা

কালে খান মহম্মদ হানিফ বনাম সি. আই. টি[৩] এবং রোশন দি হাত্তি বনাম সি. আই. টি[৪]-র ল্যান্ডমার্ক মামলায় এই আদালত বলেছে যে, কোনও মূল্যায়নকারীর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের উৎস প্রমাণ করার দায়িত্ব মূল্যায়নকারীর উপর রয়েছে। একবার মূল্যায়নকারীর পরিচয়, লেনদেনের সত্যতা এবং ক্রেডিট-যোগ্যতা সম্পর্কিত নথি জমা দেওয়ার পরে, এও-কে অবশ্যই তদন্ত পরিচালনা করতে হবে এবং ধারা ৬৮ প্রয়োগ করার আগে আরও বিশদ বিবরণের জন্য কল করতে হবে।যদি মূল্যায়নকারী বিনিয়োগের প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম না হন, তবে রাজস্বের পক্ষে এটি ধরে রাখা উন্মুক্ত যে এটি মূল্যায়নকারীর আয়, এবং কোনও নির্দিষ্ট উৎস থেকে আয় দেখানো রাজস্বের উপর আর কোনও বোঝা থাকবে না।

৮.৩) লেনদেনের সত্যতা সম্পর্কে, করদাতার দায়িত্ব হল যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করা যে

২) সিআইটি বনাম প্রিসিশন ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৯৪) ২০৮ টিটিআর ৪৬৫ (ক্যাল)

৩)"[১৯৬৩] ৫০ আই.টি.আর. ১ (এস.সি)

৪) (১৯৭৭) ১০৭ আই.টি.আর. (এস.সি)

শেয়ার মূলধনে করা বিনিয়োগগুলি প্রকৃত ঋণ, কারণ তথ্যগুলি একচেটিয়াভাবে মূল্যায়নকারীর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

সি. আই. টি বনাম ওসিস হসপিটালিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড[৫] মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট স্থির করেছে যেঃ

"ধারা ৬৮-এর কুপ্রথা এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয় স্থাপন করার প্রাথমিক দায়িত্ব মূল্যায়নকারীর উপর রয়েছে। সেগুলি হল. (i) বিনিয়োগকারীদের পরিচয়; (ii) তাদের ঋণযোগ্যতা/বিনিয়োগ; এবং (iii) লেনদেনের সত্যতা। শুধুমাত্র যখন এই তিনটি উপাদান প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিভাগকে আরও অনুশীলন করতে হয়।"

এটি বলা হয়েছে যে কেবল বিনিয়োগকারীদের পরিচয় প্রমাণ করা মূল্যায়নকারীর দায়িত্ব পালন করে না, যদি ক্ষমতা বা ক্রেডিট-যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত না হয়।

শঙ্কর ঘোষ বনাম আইটিও[৬] মামলায়, মূল্যায়নকারীর আর্থিক সক্ষমতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন যার কাছ থেকে তিনি ঋণ নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ঋণের পরিমাণ যথাযথভাবে মূল্যায়নকারীর নিজের অঘোষিত আয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

৪)রিলায়েন্সকে সিআইটি বনাম কামধেনু স্টিল এবং অ্যালয়েস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা[৭]'-এর সিদ্ধান্তের উপরও রাখা হয়েছিল, যেখানে আদালত স্থির করেছেঃ

"৩৮)এমনকি সেই মুহূর্তেও রাজস্ব বিভাগ অনুমান করে যে, আয়কর অধিদপ্তর (তদন্ত) ঋণ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ভাসমান ভুয়ো সংস্থাগুলির একটি চক্র খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, আবেদনকারী ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া মামলা এবং মূল্যায়নকারীর মধ্যে কার্যকরী সংযোগ খুঁজে বের করার জন্য রাজস্বের আরও কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল যা ব্যর্থ হয়ে যায়, সেই লিঙ্কটি অনুপস্থিত থাকলে মূল্যায়নকারীর সঙ্গে উৎসের সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন, মূল্যায়নকারীর এই ধরনের দায়বদ্ধতার সঙ্গে যুক্ত করা কঠিন।"

৯)উদ্‌ধৃত রায়ে বলা হয়েছে যে, ক্রেডিট এন্ট্রির সত্যতা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন আধিকারিকের একটি স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা করা উচিত।

৫) ৩৩৩ আই.টি.আর. ১১৯ (দিল্লি) (২০১১)

৬) [১৯৮৫] ২৩ টি.টি.যে. (ক্যাল)

৭) (২০০২) ২০৬ ট্যাক্সম্যান ২৫৪ (দিল্লি)

বর্তমান ক্ষেত্রে, মূল্যায়ন আধিকারিক মুম্বাই, কলকাতা এবং গুয়াহাটি থেকে তথাকথিত বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির জরিপ সহ একটি স্বাধীন ও বিস্তারিত তদন্ত করেছিলেন, যাতে পক্ষগুলির ক্রেডিট-যোগ্যতা, বিনিয়োগকৃত তহবিলের উৎস এবং লেনদেনের সত্যতা যাচাই করা যায়। ক্ষেত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে শেয়ারহোল্ডারদের অস্তিত্ব ছিল না, বা ক্রেডিট-যোগ্যতার অভাব ছিল।

১০)অব্যক্ত ক্রেডিট এন্ট্রি/শেয়ার মূলধনের বিষয়ে, আমরা নিম্নলিখিত রায়গুলি পরীক্ষা করেছিঃ

i)সুমতি দয়াল বনাম সিআইটি[৮] মামলায় এই আদালত স্থির করেছে যেঃ

"যদি মূল্যায়নকারী কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা প্রকৃতি এবং উৎস সম্পর্কে, মূল্যায়ন কর্মকর্তার মতে, সন্তোষজনক না হয়, তাহলে করদাতার বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ রয়েছে, অর্থ প্রাপ্তির মতো, এবং যদি তিনি তা খণ্ডন করতে ব্যর্থ হন, তাহলে উক্ত প্রমাণটি অখণ্ডিত থাকায় তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে এই ধরে যে এটি আয় প্রকৃতির একটি প্রাপ্তি। করদাতার ব্যাখ্যা বিবেচনা করে, বিভাগটি অযৌক্তিকভাবে কাজ করতে পারে না"

ii) সি.আই.টি. বনাম পি. মোহঙ্কলা[৯] এই আদালত স্থির করেছে যেঃ

"আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ৬৮ ধারার একটি খালি পাঠ থেকে বোঝা যায় যে (i) মূল্যায়নকারীর দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বইয়ে অর্থ জমা থাকতে হবে; (ii) এই ধরনের ঋণ পূর্ববর্তী বছরের মোট অর্থ হতে হবে; এবং (iii) হয় (ক) মূল্যায়নকারীর বইয়ে পাওয়া এই ধরনের ঋণের প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা দেয় না বা (খ) মূল্যায়নকারীর দেওয়া ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন আধিকারিকের মতে, সন্তোষজনক নয়। কেবল তখনই এইভাবে জমা হওয়া অর্থ পূর্ববর্তী বছরের মূল্যায়নকারীর আয় হিসাবে আয়করের আওতায় আনা যেতে পারে।মূল্যায়নকারী কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করেন না" অভিব্যক্তিটির অর্থ হল মূল্যায়নকারীর দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বইগুলিতে জমা হওয়া অর্থের বিষয়ে মূল্যায়নকারী কোনও যথাযথ, যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেন না।

মূল্যায়নকারীর উপর এই আবেদন গ্রহণ করার ভার রয়েছে যে, ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য না হলেও, নথিতে উপলব্ধ উপাদান এবং উপস্থিত পরিস্থিতিগুলি আয়ের প্রাপ্তি হিসাবে বিবেচিত বইগুলিতে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণকে ন্যায়সঙ্গত করে না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৮) [১৯৯৫] ২১৪ আই.টি.আর. ৮০১ (এস.সি)

৯) ২৯১ আই.টি.আর. ২৭৮

iii)দিল্লি হাইকোর্ট পি. আর. সি. আই. টি-৬, নয়াদিল্লি বনাম এন. ডি. আর প্রোমোটার্স প্রাইভেট লিমিটেডের[১০] একটি সাম্প্রতিক রায়ে মামলার তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়নকারী সংস্থায় ভুয়ো শেয়ার মূলধন প্রবর্তনের কারণে মূল্যায়ন আধিকারিকের সংযোজনকে বহাল রেখেছে।

iv)আদালত স্থির করেছে যে নগদ ক্রেডিট এন্ট্রির ক্ষেত্রে, মূল্যায়নকারীর জন্য কেবল ঋণদাতাদের পরিচয়ই নয়, ঋণদাতাদের অর্থ অগ্রিম দেওয়ার ক্ষমতা এবং লেনদেনের সত্যতাও প্রমাণ করা প্রয়োজন। প্রমাণের প্রাথমিক দায়িত্ব মূল্যায়নকারীর উপর নির্ভর করে। রোশন দি হাট্টি বনাম সি. আই. টি[১১]-তে এই আদালত বলেছে যে যদি মূল্যায়নকারীর দৃঢ় প্রমাণ এবং ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তবে মূল্যায়নকারীর আয়ের মধ্যে সংযোজনগুলি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এও ন্যায়সঙ্গত হবে।

v)গুয়াহাটি হাইকোর্ট নেমি চাঁদ কোঠারি বনাম সি. আই. টি[১২] মামলায় বলেছে যে কেবল চেকের মাধ্যমে লেনদেন হওয়ার কারণে বোঝা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। মূল্যায়নকারীকে ঋণদাতাদের পরিচয় এবং লেনদেনের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

"এটা বলা যায় না যে, চেকের মাধ্যমে যে লেনদেন হয়, তা অপরিবর্তনীয়ভাবে পবিত্র। একবার মূল্যায়নকারীর তার ঋণদাতাদের পরিচয়, তার ঋণদাতাদের সাথে লেনদেনের সত্যতা এবং ঋণদাতাদের সাথে তার লেনদেনের সাথে তার ঋণদাতাদের ক্রেডিট যোগ্যতা প্রমাণ হয়ে গেলে, তার বোঝা ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বোঝা তখন রাজস্বের দিকে চলে যায় যাতে দেখা যায় যে যদিও চেক দ্বারা আচ্ছাদিত, প্রশ্নযুক্ত পরিমাণগুলি আসলে মূল্যায়নকারীর ছিল, বা তার মালিকানাধীন ছিল।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

সাম্প্রতিক এক রায়ে দিল্লি হাইকোর্ট[১৩] স্থির করেছে যে, শেয়ারের আবেদনের অর্থের লেনদেনের ক্রেডিট-যোগ্যতা বা সত্যতা নির্ভর করে দুই পক্ষ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত কিনা বা একে অপরের সাথে পরিচিত কিনা, অথবা কোন পদ্ধতিতে পক্ষগুলি একে অপরের সাথে যোগাযোগ করেছে, বিনিয়োগ রক্ষার জন্য লিখিত নথিপত্রের মাধ্যমে লেনদেনটি সম্পন্ন হয়েছে কিনা, বিনিয়োগকারী একজন দেবদূত বিনিয়োগকারী কিনা, বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ, প্রাপকের ক্রেডিট-যোগ্যতা,

১০) ৪১০ আই.টি.আর. ৩৭৯

১১) (১৯৯২) ২ এস.সি.সি ৩৭৮

১২) [২০০৩] ২৬৪ আই.টি.আর. ২৫৪ (গাউ)

১৩) সি.আই.টি. বনাম এন.আর. পোর্টফলিও (পি) লিমিটেড [২০০৪] ৪২ ট্যাক্সম্যান.কম ৩৩৯/২২ ট্যাক্সম্যান ১৫৭ (মাগ) (দিল্লি)

অর্থপ্রদান/বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য ইত্যাদির উপর। কোনও সংস্থার নবগঠিতকরণ এবং ব্যাঙ্কিং মাধ্যমের মাধ্যমে অর্থ প্রদান ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সন্তোষজনকভাবে দায়িত্ব পালনের সমতুল্য হতে পারে না।

vii)অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে কোনও মূল্যায়নকারীর দ্বারা প্রাপ্ত শেয়ার আবেদনের অর্থ ধারা ৬৮-এর প্রেক্ষাপটে পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেগুলি হল সি. আই. টি বনাম ডিভাইন লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং লিমিটেড[১৪] এবং সি. আই. টি বনাম ভ্যালু ক্যাপিটাল সার্ভিস (পি) লিমিটেড[১৫]।

১১)যে নীতিগুলি উদ্‌ভূত হয় যেখানে অর্থের পরিমাণ শেয়ার মূলধন/প্রিমিয়াম হিসাবে জমা করা হয় সেগুলি হলঃ

i)মূল্যায়নকারী লেনদেনের সত্যতা, ঋণদাতাদের পরিচয় এবং বিনিয়োগকারীদের ক্রেডিট-যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি আইনি বাধ্যবাধকতার অধীনে রয়েছেন, যাদের এ. ও-এর সন্তুষ্টির জন্য প্রশ্নবিদ্ধ বিনিয়োগ করার আর্থিক ক্ষমতা থাকা উচিত, যাতে প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা যায়।

ii)মূল্যায়নকারী অফিসার ঋণদাতা/গ্রাহকের ক্রেডিট যোগ্যতা তদন্ত করতে, গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করতে এবং লেনদেনটি আসল কিনা, বা এগুলি নাম-ঋণদাতাদের ভুয়ো এন্ট্রি কিনা তা নির্ধারণ করতে বাধ্য।

iii)যদি অনুসন্ধান এবং তদন্তগুলি প্রকাশ করে যে ঋণদাতাদের পরিচয় সন্দেহজনক বা সন্দেহজনক, বা ক্রেডিট-যোগ্যতার অভাব, তাহলে লেনদেনের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এই ধরনের ক্ষেত্রে, মূল্যায়নকারী আইনের ধারা ৬৮ দ্বারা বিবেচিত প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করতেন না।

১২)বর্তমান ক্ষেত্রে, এ. ও. বিস্তারিত তদন্ত পরিচালনা করে যা প্রকাশ করে যেঃ

i)শেয়ার আবেদনের অর্থ স্বাধীন আইনি সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ করার মতো বা এমনকি দূরবর্তীভাবে ইঙ্গিত করার মতো কোনও নথি নথিতে ছিল না। সমীক্ষায় জানা গেছে যে কিছু বিনিয়োগকারী সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না এবং মূল্যায়নকারীর উল্লিখিত ঠিকানায় তাদের কোনও কার্যালয় ছিল না।

উদাহরণস্বরূপঃ

ক)হেমা ট্রেডিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড এবং মুম্বাইয়ের ইটার্নিটি মাল্টি ট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিগুলি দেওয়া ঠিকানায় অস্তিত্বহীন বলে প্রমাণিত হয়েছিল, এবং প্রাঙ্গণটি অন্য কোনও ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল।

১৪) (২০০৭) ১৫৮ ট্যাক্সম্যান ৪৪০

১৫) [২০০৮] ৩০৭ আইটিআর ৩৩৪

খ) কলকাতার কোম্পানিগুলি এও-র সামনে উপস্থিত হয়নি, বা যে তহবিল থেকে অভিযুক্ত বিনিয়োগ করা হয়েছিল তার উৎস প্রমাণ করার জন্য তারা তাদের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টও পেশ করেনি।

গ) গুয়াহাটির দুটি সংস্থা অর্থাৎ ইস্পাত শিট লিমিটেড এবং নভেল্টি ট্রেডার্স লিমিটেড, প্রদত্ত ঠিকানায় অস্তিত্বহীন বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

লেনদেনের সত্যতা সম্পূর্ণ সন্দেহজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ii) অনুসন্ধানে জানা গেছে যে বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলি নগণ্য করযোগ্য আয়ের জন্য রিটার্ন দাখিল করেছিল, যা দেখায় যে বিনিয়োগকারীদের ২০০৯-১০ সালের মূল্যায়ন বছরে ৯০,০০,০০০ থেকে ৯৫,০০,০০০ টাকার মধ্যে তহবিল বিনিয়োগ করার আর্থিক ক্ষমতা ছিল না, যাতে তারা এত বেশি প্রিমিয়ামে শেয়ার কিনে।

উদাহরণস্বরূপঃ

নেহা ক্যাসেটেস প্রাইভেট লিমিটেড - কলকাতা ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে ৯,৭৪৪ টাকা করযোগ্য আয় প্রকাশ করেছিল, কিন্তু মূল্যায়নকারী কোম্পানিতে ৯০,০০,০০০ টাকার শেয়ার কিনেছিল।

একইভাবে ওয়ার্নার মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড - কলকাতা একটি শূন্য রিটার্ন দাখিল করেছে, কিন্তু তারা মূল্যায়নকারী কোম্পানি - উত্তরদাতা থেকে ৯৫,০০,০০০ টাকার শেয়ার কিনেছে।

আরেকটি উদাহরণ হল গঙ্গা বিল্ডার্স লিমিটেড - কলকাতা, যারা ৫,৮৫০ টাকার রিটার্ন দাখিল করেছিল কিন্তু মূল্যায়নকারী কোম্পানি - উত্তরদাতা, ইত্যাদিতে ৯০,০০,০০০ টাকার শেয়ারে বিনিয়োগ করেছিল।

iii)বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি কেন শেয়ার প্রতি ১৯০ টাকা উচ্চ প্রিমিয়ামে মূল্যায়নকারী কোম্পানির শেয়ারের জন্য আবেদন করেছিল তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, যদিও শেয়ারটির মুখ মূল্য ছিল শেয়ার প্রতি ১০ টাকা।

iv)উপরন্তু, তথাকথিত বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির কোনওটিই তহবিলের উৎস স্থাপন করেনি যা থেকে উচ্চ শেয়ার প্রিমিয়াম বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

v)একজন বিনিয়োগকারীর আয়কর ফাইল নম্বর উল্লেখ করা আইনের ৬৮ ধারার অধীনে দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

১৩)নিম্ন আপিল কর্তৃপক্ষ ফিল্ড তদন্ত এবং তার কার্যালয় দ্বারা পরিচালিত তদন্ত থেকে এও-এর [লিখিত অনুসন্ধানগুলি] উপেক্ষা করেছে বলে মনে হয়। নীচের কর্তৃপক্ষগুলি ভুলভাবে বলেছে যে কেবলমাত্র উত্তরদাতা সংস্থা-মূল্যায়নকারী সমস্ত প্রাথমিক প্রমাণ দাখিল করেছে বলে, মূল্যায়নকারী র উপরের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

নিম্ন আপিল কর্তৃপক্ষ এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, যে বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি সামান্য বা শূন্য আয়ের সঙ্গে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছিল, তাদের ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল যে, কীভাবে তারা 'মূল্যায়নকারী কোম্পানি-উত্তরদাতা'-এ এত বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। স্পষ্টতই বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির ঋণের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়নি। পুরো লেনদেনটি ভুয়ো বলে মনে হয়েছিল এবং বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ছিল।

নীচের আদালত/কর্তৃপক্ষ এও দ্বারা পরিচালিত ক্ষেত্র তদন্তের জন্যও বিজ্ঞাপন দেয়নি যা প্রকাশ করে যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি অস্তিত্বহীন বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির পরিচয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব মূল্যায়নকারী দ্বারা অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

১৪)শেয়ার মূলধন/প্রিমিয়ামের মাধ্যমে হিসাব বহির্ভূত অর্থের রূপান্তরের অনুশীলন অবশ্যই সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষে হতে হবে, বিশেষ করে শেয়ারের ব্যক্তিগত বসানোর ক্ষেত্রে, যেখানে মূল্যায়নকারীর উপর একটি উচ্চতর দায়িত্ব রাখা প্রয়োজন কারণ তথ্যটি মূল্যায়নকারীর ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। মূল্যায়নকারীর শেয়ার মূলধন/ রিমিয়ামের প্রাপ্তি প্রমাণ করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা এও-র সন্তুষ্টির জন্য, যার ব্যর্থতা, মূল্যায়নকারীর আয়ের সাথে উক্ত পরিমাণ যোগ করার ন্যায্যতা প্রদান করবে।

১৫)বর্তমান মামলার তথ্যে, স্পষ্টতই মূল্যায়নকারী কোম্পানি-উত্তরদাতা আইনের ৬৮ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, মূল্যায়নকারী অফিসার মূল্যায়নকারী র আয়ের পরিমাণ যোগ করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন।

১৬)আপিলকারীর দায়ের করা আপিল-রাজস্ব অনুমোদিত। উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং উপরে বর্ণিত আইনে, হাইকোর্ট, আই. টি. এ. টি এবং সি. আই. টি-র রায় এতদ্বারা নির্ধারিত হয়। 'এও দ্বারা গৃহীত আদেশ পুনরুদ্ধার করা হয়।

মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সেই অনুযায়ী অর্ডার করা হয়েছে।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও
প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen